Special Supplement

Armed Forces in the Liberation War

The glorious Liberation War was fought under the dynamic leadership of the Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. During the Liberation War of 1971 the Bangalee military personnel along with the general people responded to the clarion call by Bangabandhu and fought tooth and nail to liberate the country from the Pakistani occupation forces.

ARMY: The Liberation War of 1971 is a glorious episode in the history of Bangladesh. Many Bangalee soldiers of the then Pakistan Army fought valiantly along with the people of all walks of life against the occupation forces of Pakistan during this great Liberation War. The Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman called upon the people of East Pakistan to start upsurge for liberation before he was captured by the Pakistan occupation force. In response to the clarion call of the unparalleled leader and Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, Bangalee soldiers along with the general people joined the Liberation War of Bangladesh. Colonel (later General) M. A. G. Osmani (Retd) was appointed as the Chief of Staff by the Provisional Government of Mujib Nagar in 1971. The whole country was divided into eleven sectors for the successful conduct of the Liberation War. In addition to this, Directorate of Medical Services was introduced. The participation of common people in the war, along with the unified and planned attack of newly established Bangladesh Army, added a new momentum to the Liberation War. Undaunted soldiers of Bangladesh Army achieved the victory over Pakistan Army well through invincible operations in different parts of the country during the nine months' long bloody war. 1460 Army personnel including 55 officers laid down their lives for the independence of Bangladesh.

NAVY: Bangladesh Navy officially started its journey through the glorious Liberation War in 1971, during which a naval commando was formed with some valiant Bangalee submariners, some sailors and volunteers. Naval commandos carried out attacks nicknamed 'Operation Jackpot' on merchant ships with Limpet Mines in Chattogram and Chalna (Mongla) maritime ports and other important river ports and successfully destroyed 26 ships of the enemy. Due to this, Chattogram and Mongla ports came to a standstill literally. Besides two naval ships 'PADMA' and 'PALASH' with 49 courageous Bangalee sailors were deployed in the river Pasur in Khulna. These ships carried out mining in Zulfiquar Channel in November 1971. This led to the complete closure of the channel by destroying four merchant ships and one Pakistan Patrol Craft. This attack of Naval Forces prevented the reaching of external supplies to the occupation army and got them disheartened which accelerated victory in the Liberation War.

AIR FORCE: Responding to the call of the greatest Bangalee of all time Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, the fearless Officers and Airmen of Air Force along with the people from all walks of life actively took part in the great Liberation War. The officers of Air Force successfully performed the responsibilities of Deputy Chief of Staff and Sector Commanders. During dreadful days of the blood shedding Liberation War, the necessity of Air Force was seriously felt. Bangladesh Air Force started its indomitable journey with one Otter aircraft, one Dakota aircraft and one Alouette Helicopter and some Bangalee pilots and airmen of the then Pakistan Air Force and civil aviators at Dimapur in India on 28 September 1971 named 'Kilo Flight'. 'Kilo Flight' began its maiden operational flight at midnight of 03 December 1971 through successful air attacks on the Chattogram Eastern Refinery and fuel depot at Godnail, Narayanganj. These successful operations added a new dimension in the Liberation War of Bangladesh. BAF conducted fifty successful air attacks at Pakistan targets on the eve of the Liberation War. 'Kilo Flight' contributed a significant role for expediting the victory. As a recognition for their outstanding contribution in our Liberation War, one member from Bangladesh Air Force was awarded with 'Bir Sreshtho', six were awarded with 'Bir Uttam', one was awarded with 'Bir Bikrom' and fifteen were awarded with 'Bir Protik' gallantry award. The contribution of Bangladesh Air Force during our Liberation War will act as an eternal inspiration for us.

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

বাণী

রাষ্ট্রপতি

সশস্ত্র বাহিনী দিবস উপলক্ষে আমি বাংলাদেশ সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর সকল সদস্যকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

সশস্ত্র বাহিনী দিবসে আমি পরম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, যাঁর নেতৃত্বে দীর্ঘ ন'মাস সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর আমরা চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করি। আমি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি সাতজন বীর শ্রেষ্ঠকে যাঁরা মাতৃভূমির জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন। আমি গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি মহান মুক্তিযুদ্ধসহ বিভিন্ন সময়ে দেশ ও দেশের বাইরে পেশাগত দায়িত্ব পালনকালে আত্মোৎসর্গকারী সশস্ত্র বাহিনীর বীর সদস্যদের। আমি তাঁদের আত্মার মাগফিরাত ও শান্তি কামনা করি। আমি সশস্ত্র বাহিনীর যুদ্ধাহত সদস্য ও শহিদ পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি।

বাংলাদেশের ইতিহাসে ২১ নভেম্বর একটি স্মরণীয় দিন। মহান মুক্তিযুদ্ধকালীন ১৯৭১ সালের এই দিনে তিন বাহিনী সম্মিলিতভাবে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর উপর সর্বাত্মক আক্রমণ পরিচালনা করে। তাদের সম্মিলিত আক্রমণে হানাদার বাহিনী দিশেহারা হয়ে পড়ে যা আমাদের বিজয় অর্জনকে ত্বরান্বিত করে। মুক্তিযুদ্ধে সশস্ত্র বাহিনীর অবদান ও বীরত্বগাথা জাতি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে।

মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্যদিয়ে গড়ে ওঠা সশস্ত্র বাহিনী জাতির গর্ব ও আস্থার প্রতীক। সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যগণ দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার মহান দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি যে-কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায়, বেসামরিক প্রশাসনকে সহযোগিতাসহ জাতিগঠনমূলক কর্মকান্ডে প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করে যাচ্ছেন। কেবল দেশেই নয়, সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যগণ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে অংশ নিয়ে পেশাগত দক্ষতা, সর্বোচ্চ শৃঙ্খলা, সততা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করে চলেছেন। বাংলাদেশে করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধ ও মহামারি মোকাবিলায় সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যগণ মাঠ পর্যায়ে নিয়োজিত থেকে প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেছেন।

সরকার সশস্ত্র বাহিনীর আধুনিকায়নের লক্ষ্যে 'ফোর্সেস গোল ২০৩০' প্রণয়ন করেছে। এর আওতায় সশস্ত্র বাহিনীতে যুক্ত হচ্ছে অত্যাধুনিক সামরিক সরঞ্জাম যা নিঃসন্দেহে সশস্ত্র বাহিনীকে আরও আধুনিক, দক্ষ ও গতিশীল করবে। যে-কোনো বাহিনীর উন্নয়নের পূর্বশর্ত হলো নেতৃত্বের প্রতি গভীর আস্থা, পারস্পরিক বিশ্বাস, শ্রদ্ধাবোধ, পেশাগত দক্ষতা এবং সর্বোপরি শৃঙ্খলা। মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যগণ নেতৃত্বের প্রতি পরিপূর্ণ অনুগত থেকে কঠোর অনুশীলন ও দেশ প্রেমের সমন্বয়ে সশস্ত্র বাহিনীর গৌরব সমুন্নত রাখতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাবেন-এ প্রত্যাশা করি।

আমি সশস্ত্র বাহিনীর উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি এবং বাহিনীসমূহের সকল সদস্য ও তাঁদের পরিবারবর্গের অব্যাহত সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করছি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

মোঃ আবদুল হামিদ
রাষ্ট্রপতি ও সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

বাণী

প্রধানমন্ত্রী

সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর সকল সদস্যকে আমি 'সশস্ত্র বাহিনী দিবস' উপলক্ষে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। এ দিনে আমি বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের সকল বীর শহিদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই। মাতৃভূমির জন্য জীবন উৎসর্গকারী সশস্ত্র বাহিনীর সকল শহিদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দূরদর্শী, সাহসী এবং ঐন্দ্রজালিক নেতৃত্বে ২৩ বছরের রাজনৈতিক সংগ্রাম ও ৯ মাসের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাঙালি জাতি পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙ্গে মহান স্বাধীনতা অর্জন করে।

আমাদের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসে ১৯৭১ সালের ২১ নভেম্বর একটি বিশেষ গৌরবময় দিন। আওয়ামী লীগ সরকার পরিচালিত মুক্তিযুদ্ধে সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর অকুতোভয় সদস্যরা এ দিনে সম্মিলিতভাবে দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে পাল্টা আক্রমণের সূচনা করেন। মুক্তিবাহিনী, বিভিন্ন আধাসামরিক বাহিনীর সদস্যগণ ও দেশপ্রেমিক জনতা এই সমন্বিত আক্রমণে একতাবদ্ধ হন। দখলদার বাহিনী আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়। হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীকে পরাজিত করে ১৬ ডিসেম্বর আমরা চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করি। মহান মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি জাতির অগ্রযাত্রা ও বিজয়ের স্মারক হিসেবে প্রতি বছর ২১ নভেম্বর 'সশস্ত্র বাহিনী দিবস' পালন করা হয়।

জাতির পিতা স্বাধীনতার পর একটি আধুনিক ও চৌকস সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলার কাজ শুরু করেন। সেনাবাহিনীর জন্য তিনি মিলিটারি একাডেমি, কম্বাইন্ড আর্মড স্কুল ও প্রতিটি কোরের জন্য ট্রেনিং স্কুলসহ আরও অনেক সামরিক প্রতিষ্ঠান এবং ইউনিট গঠন করেন। তিনি চট্টগ্রামে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ঘাঁটি ঈসা খাঁ উদ্বোধন করেন। বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিগত উদ্যোগে তৎকালীন যুগোশ্লাভিয়া থেকে নৌবাহিনীর জন্য দু'টি জাহাজ সংগ্রহ করা হয়। বিমান বাহিনীর জন্য তিনি তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে সুপারসনিক মিগ-২১ জঙ্গি বিমানসহ হেলিকপ্টার, পরিবহন বিমান ও রাডার সংগ্রহ করেন।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ২০০৯ সালে সরকার পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে সশস্ত্র বাহিনীর আধুনিকায়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আমরা সেনা, নৌ এবং বিমান বাহিনীকে দেশে ও বিদেশে উন্নততর প্রশিক্ষণ প্রদানসহ আধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন সরঞ্জাম দিয়ে সজ্জিত করছি। জাতির পিতার নির্দেশে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌমত্ব রাষ্ট্রের উপযোগী ১৯৭৪ সালে প্রণীত প্রতিরক্ষা নীতিমালার আলোকে 'ফোর্সেস গোল-২০৩০' প্রণয়ন করা হয়েছে। এর আওতায় তিন বাহিনীর পুনর্গঠন ও আধুনিকায়নের কার্যক্রমসমূহ পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

পেশাগত দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি সশস্ত্র বাহিনী দুর্যোগ মোকাবিলা, অবকাঠামো নির্মাণ, আর্তমানবতার সেবা, বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তা এবং বিভিন্ন জাতিগঠনমূলক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করছে। জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যগণ আন্তর্জাতিকভাবে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করছেন। এভাবে সশস্ত্র বাহিনী আজ জাতির আস্থার প্রতীক হিসেবে গড়ে উঠেছে।

আওয়ামী লীগ সরকার ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে। আমি আশা করি, সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যগণ মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে দেশপ্রেম, পেশাদারিত্ব ও নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে যাবেন। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত ও সুখী-সমৃদ্ধ বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলতে আমরা সক্ষম হবো, ইনশাআল্লাহ।

আমি 'সশস্ত্র বাহিনী দিবস ২০২১'- এ গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

MESSAGE

CHIEF OF ARMY STAFF
Bangladesh Army

21st November bears a special significance in the history of Bangladesh. The day is associated with patriotism, solidarity and supreme sacrifice. Responding to the call of the Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, on this day in 1971, the valiant members of Army, Navy and Air Force, along with the common people of Bangladesh launched a combined effort against the Pakistani occupation forces from land, sea and air. The combined effort accelerated our final victory of 16 December 1971. On this very auspicious day, I express my gratitude to those who made it possible, and to the present members of Bangladesh Armed Forces who bear the indomitable spirit of our Liberation War in their hearts. The year 2021 is a significant year for us. We are simultaneously celebrating the golden jubilee of our independence and the birth centenary of our Father of the Nation, the greatest Bangalee of all time, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. On this auspicious occasion, I would like to pay my deepest homage to Bangabndhu, the greatest leader of all time, and the chief architect of our liberation movement and the beacon of our independence. We are proud that Bangabandhu's dream of a 'Sonar Bangla' is now a reality, and Bangladesh stands tall as a proud nation in the world. This bears testimony to the fact that if we are true patriots, we can achieve anything. Our achievement of the last 50 years are astounding, and in reality, a true reflection of the spirit of our great Liberation War.

We achieved the red and green flag, our highest pride, by sacrificing millions of invaluable lives. Every year, the Armed Forces Day reminds us of those inspiring stories of selfless sacrifices. On this special day, I pay my most profound homage to our greatest heroes who made supreme sacrifices for our independence. My special tribute to the valiant members of Bangladesh Army who sacrificed their lives during and after the Liberation War for safeguarding the sovereignty and integrity of our motherland. I pray to Almighty Allah for the salvation of their departed souls and convey my heartfelt gratitude and sympathy to the members of all the bereaved families. Today, Bangladesh Armed Forces is a professional, disciplined and exemplary organization. The Armed Forces is a symbol of strength, unity and pride for our nation. I thank the Honourable Prime Minister Shiekh Hasina for her relentless efforts, vision and wisdom to transform the Armed Forces into a capable and modern force. To implement the 'National Defence Policy-2018' and 'Forces Goal-2030', modern MBT-2000 and VT-5 tanks, long-range surface-to-surface fire delivery systems, Oerlikon air defence gun systems, automatic grenade launchers, anti-tank guided weapon systems, portable air defence systems, ground surveillance radars, armoured personnel carriers, light armoured vehicles, mine resistant vehicles, modern communication devices and systems, etc. have been added to our inventory. By adding various types of vessels, counter IED devices, and plant vehicles, our combat engineering capabilities have been exponentially increased. For the first time, we have added electronic warfare equipment and various other long range communication platforms to increase our combat potential. Bangladesh Army Aviation has added new helicopters and fixed wing assets to increase our operational reach and combat support potential in the country and even aboard. All these have been possible because of the Honourable Prime Minister's pledge to modernize the Army to meet national objectives set in our Forces Goal-2030.

Besides safeguarding the independence and sovereignty of the country, members of the Armed Forces are performing a wide variety of responsibilities including disaster management, nation-building and assisting distressed people. Bangladesh Army in particular was, and still is heavily involved in various national responsibilities like voter ID project, construction of mega development projects, E-passport, underpass and infrastructure development, maintaining peace in Chattogram Hill Tracts, and many other large scale socio-economic projects. Beyond our borders, our Armed Forces personnel are risking their lives every day to promote and sustain peace in distant lands. Today, our National Flag flies high in the international arena because of their selfless sacrifices. Through our relentless dedication and professionalism, we have acquired our position as the top troops contributing nation in the United Nations which is a great accomplishment for us.

On this auspicious occasion, I would like to thank the people of Bangladesh for their trust and faith in the men and women in uniform. We acknowledge the contribution for our citizenry for their continued support in maintaining our proud Armed Forces. I would also like to thank the Honourable Prime Minister Sheikh Hasina for her inspiration and patronage in developing our Armed Forces as a credible and modern force imbibed with patriotism. I am sure that we, the members of the Armed Forces, shall remain as a symbol of sovereignty and freedom till our last drop of blood. I solicit the divine blessings for the continued progress and prosperity of Bangladesh Armed Forces. Long live Bangladesh.

S M SHAFIUDDIN AHMED
General

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

MESSAGE

CHIEF OF NAVAL STAFF
Bangladesh Navy

In the history of the emergence of independent Bangladesh, 21 November is marked as a great victory ballad of the patriotism and self-sacrifice of the Armed Forces. Being in resonance with the clarion call of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, the Father of the Nation, the vibrant soldiers of the Army, Navy and Air Force, on this day in 1971, launched irresistible armed attacks against the Pakistani aggressors on water, land and air. In just 25 days, with the dauntless combined collateral movement of the heroic fighters of the Armed Forces, the long-cherished and adored victory of the Bangalees, the great freedom was achieved. On this luminous golden jubilee of the independence and the birth centenary of the Father of the Nation, I humbly pay my respect and homage to Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, the greatest Bangalee of all time, the four great national leaders and the self-sacrificing martyrs who gave us a red and green flag.

21 November enkindles self-confidence, brotherhood and patriotism in the heart of all members of the Armed Forces. The Bangladesh Navy has been relentlessly serving as the vigilant force of the seas to protect the independence and sovereignty of our beloved motherland. To establish 'Sonar Bangla' dreamt by Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, the greatest Bangalee of all time, Bangladesh Navy, under the prudent leadership of Bangabandhu's worthy daughter Hon'ble Prime Minister Sheikh Hasina, has been turned into a modern and three-dimensional Navy. Submarine and a significant number of warships, helicopter maritime patrol aircraft and modern military equipments have been added to the advancement of naval development. At the same time, the scope of responsibility and importance of the Navy has increased manifold in the context of the sovereignty of the vast maritime areas and the implementation of 'Blue Economy' adopted by the government. To implement the 'Forces Goal-2030' and 'Vision-2041', Bangladesh Navy is working diligently with intense attention to make Bangladesh as a nation of developed military power.

In any national crisis, the members of the Armed Forces risk their lives and dedicate themselves to the welfare of the motherland. Keeping abreast with this responsibility, the members of the Bangladesh Navy are playing an important role in the developmental activities of the country and the nation. For facing off the challenges of the ongoing coronavirus pandemic including any national disaster, the members of the Navy in coastal and almost unreachable areas distribute relief goods among the helpless and the distressed people. Besides, the dedication and the heroic role of the Bangladesh Navy in the Peacekeeping Missions has impressed the world and the world communities. I hope, being inspired by patriotism and professionalism in the spirit of Armed Forces Day, the naval personnel will enhance the image of the Navy in the country and in the international arena.

I sincerely congratulate and felicitate all of the 'Armed Forces Division' who were involved in the publication of this 'Special Supplement' to proclaim the significance of the 'Armed Forces Day' to the younger generations. Cherishing the spirit of the glorious Liberation War, let the 'oath of performing own duty' be our credence on 21 November to build Bangabandhu's 'Sonar Bangla.' May Allah shower His divine blessing upon all. Ameen.

M SHAHEEN IQBAL
Admiral

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

MESSAGE

CHIEF OF AIR STAFF
Bangladesh Air Force

Twenty-first November is a historic day of Bangladesh. Responding to the call of the greatest Bangalee of all time, Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, the people from all walks of life spontaneously participated in our great Liberation War. On this day in 1971, the valiant freedom fighters of our Army, Navy and Air Force launched a combined and well-planned offensive attack against the Pakistani occupation forces. As a result, the occupation forces surrendered and Bangladesh emerged as an independent sovereign country in the world. On this dignified day, I solemnly remember the greatest architect of our independence, Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibar Rahman with due respect. I also pay my deepest tribute and pray for the salvation of the departed souls of the martyrs of Liberation War and convey my heartfelt compassion to the wounded war veterans and the family members of the martyrs.

Armed Forces Day bears never-ending inspiration for all the members of Bangladesh Armed Forces. Armed Forces Day-2021 has added a new dimension in this year as we are celebrating 'Mujib Year' and the golden jubilee of our independence. Besides, Bangladesh has recently received final recommendation of the United Nations graduating from a 'Least Developed Country' to a 'Developing Country' which is, indeed, a glorious achievement for us. This historic achievement of Bangladesh reflects dynamic leadership of Hon'ble Prime Minister Sheikh Hasina, the worthy daughter of Father of the Nation. Today Bangladesh Air Force (BAF) becomes a highly skilled, well-disciplined and professional force. Apart from safeguarding the airspace of the country, BAF renders enormous contribution in nation building, disaster management at home and abroad and establishing world peace under UN peacekeeping mission brightening the image of Bangladesh to the whole world. I firmly believe that BAF will continue to uphold such achievement of the country and keep flying the Bangladeshi flag high in international arena.

Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman dreamt to build 'Sonar Bangla'. Accordingly, Hon'ble Prime Minister Sheikh Hasina has been implementing his dream with her wide-ranging plans, dynamic leadership and unique foresightedness. An unprecedented development has taken place in the living standard of the people of Bangladesh. The country is moving forward implementing 8th Five Year Plan, Sustainable Development Goals, Forces Goal 2030, Vision-2041 and Delta Plan 2100. I hope all the members of BAF would make significant contribution in this progress of the country inspired by the spirit of Armed Forces Day.

I am delighted to know that Armed Forces Division is going to publish special supplement in the mass media highlighting the significance of Armed Forces Day. I extend my gratitude and appreciation to all who have worked for this publication. This initiative would certainly encourage our new generation in the spirit of glorious Liberation War. On this glorious day, I express my deepest felicitations to all members of Bangladesh Armed Forces and their family members. May the Almighty Allah shower His blessings to our country and the Armed Forces.

Shaikh Abdul Hannan
Air Chief Marshal